শরিয়া/শরিয়ত

শরিয়ার অর্থ ইসলামি ধর্মীয় আইন। কোরান ও হাদিস থেকে এই আইন তৈরি করা হয়। কোরান হল ঈশ্বরের বাণী যা হজরত মহম্মদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল এবং হাদিস সারা জীবন ধরে হজরত মহম্মদ যা বলেছিলেন এবং যা করেছিলেন তার সংকলন। আরবি শব্দ শরিয়ার মোটামুটি অর্থ হল ঐশ্বরিক আইন। চারটে সূত্র থেকে শরিয়ার জন্ম বলে পন্ডিতরা মনে করেন। সেগুলি হল – কোরান, সুন্নাহ অর্থাৎ প্রামাণিক হাদিস, কিয়াস অর্থাৎ তুলনামূলক যুক্তিপ্রয়োগ এবং ইজমা অর্থাৎ আইনগত ঐক্য। শরিয়াতে অনেকগুলি আইনি গোষ্ঠী আছে, তবে এর মধ্যে পাঁচটি গোষ্ঠী সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল হানাফি, মালিকি, শফিই, হানবলি ও জাফরি। শরিয়া আইনের দুটো ভাগ – (১) ইবাদাত অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধীয় আচার , (২) মুয়ামলাত অর্থাৎ সামাজিক বিধি। এর অর্থ হল যে শরিয়া একজন মুসলিমের জীবনের সমস্ত বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। শরিয়া আইনে কতগুলি বিষয় বেধে দেওয়া হয় – (১)যা অবশ্য পালনীয় (২) যা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (৩)যে বিষয়ে নিরপেক্ষ (৪) যা ঘৃণা করা হয়েছে (৫) যা নিষিদ্ধ।

শরিয়া প্রণয়ন শুরু হয় হজরত মহম্মদের সময়, তার পর আরও বহু শতক ধরে তাকে বিধিবদ্ধ করা হয়।

মিহনা/ মিহ্না

মিহনা আব্বাসিয় শাসনকালের একটা বিশেষ সময়কে বোঝায় যখন ধর্মীয় পন্ডিতদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছিল। আব্বাসিয় খলিফা আল-মামুন ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মিহনা চালু করেন এবং এটা চলেছিল খলিফা আল-মুতাসিম ও আল-আতিখের সময়েও। অবশেষে খলিফা আল-মুহাওয়াক্কিলের সময় ৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মিহনা বা ধর্মীয় নিপীড়ন বন্ধ হয়।

মিহনার মাধ্যমে ধর্মীয় পন্ডিতদের শাস্তি দেওয়া হত, কারাগারে বন্দী করা হত, এমনকি তাদের হত্যাও করা হত। যদি তারা 'মুতাজিলা' মতবাদ না মানতেন। মুসলিমদের একটা বড় অংশ (সুন্নি) মনে করত যে কোরান ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বসময়ই এই ব্রহ্মান্ডে অবস্থান করেছে এবং কোরান আল্লার মতই পবিত্র। 'মুতাজিলা' মতবাদে বিশ্বাসীরা বলেছিলেন যে কোরান ঈশ্বরের মুখনিসৃত বাণী। সুতরাং আল্লা ও কোরান সমসাময়িক হতে পারেন না। আল্লা কোরান উচ্চারণ করেছিলেন মানেই তিনি করানের পুর্বেই অবস্থান করছিলেন। যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করতেন যে কোরান আল্লার সমসাময়িক নয় এবং কোরান পরে তৈরি হয়েছে তাদের মতবাদকে বলা হয় 'মুতাজিলা' মতবাদ। আব্বাসিয় যুগে এই মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য সাধারণ লোকের মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করা হয়নি। মুতাজিলা মতবাদ মানতে বাধ্য করা হয়েছিল ধর্মীয় পন্ডিতদের ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের।

ঐতিহাসিকদের মতে আল-মামুন মুতাজিলা মতবাদ প্রচার করেছিলেন ধর্মের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। তাঁর যুগেই উলেমারা ধর্মীয় শাস্ত্র ও হজরত মহম্মদের পরম্পরার প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গুরুত্ব পেতে শুরু করেন। আল-মামুন মিহ্না প্রচারের মাধ্যমে নিজের ধর্মীয় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং সাম্রাজ্যবাসীকে এটাও জানান যে ধর্মের বিষয়ে খলিফাই শেষ কথা বলবেন।

Tupur Banerjee

History Department

Katwa College